



20958 - ক্ৰুধা ও বায়ু চপেৰে রাখা ব্যক্তৰি নামায

প্ৰশ্ন

নামায চলাকালীন বা নামাযৰে আগতে ওযু টকিয়িৰে রাখাৰ জন্য বায়ু চপেৰে রাখা কি বৈধ?

প্ৰয়ি উত্তৰ

আলহামদু ললিলাহ।

আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছি: “খাবারৰে উপস্থিতিতে নামায নহে এবং পশোৰ-পায়খানাকে আটকে রেখে নামায নহে।” [হাদীসটি মুসলিমি (৫৬০) বৰ্ণনা কৰিছে]

শাইখ মুহাম্মাদ আস-সালহে আল-উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহুকু জিজ্ঞাসা কৰা হইছিলি: “যদি রাতৰে খাবাৰ আনা হয় এবং ব্যক্তৰি খাওয়ার চাহিদা থাকে সে কি খাবাৰ খাওয়া শুরু কৰবে; যদি এতে কৰে ওয়াক্ত শেষে হয় য়ে তবুও?”

তনি উত্তৰ দনে: “বয়িটা মতভদেপূৰ্ণ। কিছু আলমে বলেন: নামায পরে পড়বে; যদি প্ৰস্তুতকৃত খাবাৰ, পানীয় বা অন্য কিছুতে মন আটকে থাকে; এমনকি তাতে যদি ওয়াক্ত বৰেয়িও য়ে তবুও।

কিন্তু অধিকাংশ আলমে বলেন: রাতৰে খাবাৰ প্ৰস্তুত হলেও নামাযকে ওয়াক্ত থেকে দৰী কৰে পড়ার ওজৰ দেওয়া যাবে না। বৰং খাবাৰৰে উপস্থিতিকে জামাতে নামাযৰে ক্ৰতৰে ওজৰ দেওয়া হবে। অৰ্থাৎ মানুষৰে সামনে যদি রাতৰে খাবাৰ উপস্থিতি হয় এবং খাবাৰৰে মধ্যতে তার মন আটকে থাকে তখন সে জামাত ত্যাগৰে ওজৰ পাবে। সে খয়ে নবি, তারপর মসজদি যাবে। যদি জামাত পায় তাহলে ভালো, না পলে তার গুনাহ হবে না।

কিন্তু এটাকে অভ্যাস বানিয়ে নেওয়া যাবে না; অৰ্থাৎ সবসময় নামাযৰে ওয়াক্তহে রাতৰে খাবাৰ আনা। কেননা এর অৰ্থ হলো পৰকিল্পতিভাবে জামাত ত্যাগ কৰা। কিন্তু যদি কাকতালীয়ভাবে এটা হয় য়ে তাহলে সে জামাত ছাড়ার ওজৰ পাবে। পৰত্বিত না হওয়া পৰ্যন্ত সে খাবে। কাৰণ এক বা দুই লোকমা খলে হয়তো খাবাৰৰে প্ৰতি তার টান আৰও বড়ে যাবে।

তবে অননহীন জৰুরী পৰস্থিতিৰি শকাৰ ব্যক্তৰি হুকুম এর বপিরীত। সে যদি মৃত প্ৰাণীৰ মত হারাম কিছু পায় আমরা কি তাকে বলব: আপনি যদি মৃত প্ৰাণী ছাড়া কিছু না পান এবং নিজৰে মৃত্যু বা ক্ৰতৰি আশঙ্কা কৰনে; তাহলে পৰত্বিত হওয়া পৰ্যন্ত খাবনে? নাকি আমরা তাকে জৰুরত অনুপাতে খতে বলব?



আমরা তাকে বলব: আপনি জিবুরত অনুপাতে খাবেন। অর্থাৎ যদি দুই লোকমা আপনার জন্য যথেষ্ট হয়, তাহলে তৃতীয় লোকমা খাবেন না।

যে বিষয়গুলো মানুষের মনোযোগ নষ্ট করে, যেন: পশোব, পায়খানা ও বায়ু; সগেলোও কি রাতেরে খাবারেরে হুকুমে পড়বে?

উত্তর: হ্যাঁ। সগেলোও খাবারেরে হুকুমেরে অন্তর্ভুক্ত হবে। সহীহ মুসলমি আছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “খাবারেরে উপস্থিতিতে নামায নহে এবং দুই অপবিত্রিতাকে আটকে রেখেও নামায নহে।” দুই অপবিত্রিতা বলতে পশোব ও পায়খানা উদ্দেশ্যে। বায়ুও একই হুকুমে পড়বে।

সুতরাং মূলনীতি হলো: যা কিছু নামাযের মনোযোগ আনার ক্ষেত্রে প্রতবিন্দক হয়, সটো কাঙ্ক্ষতি কিছু হলে যার সাথে অন্তর আটকে থাকে, আর অনাকাঙ্ক্ষতি কিছু হলে যা নিয়ে অন্তর উদ্ভগ্ন থাকে; নামাযেরে প্রবেশেরে করার আগে সটো থেকে ব্যক্তি নিজেকে মুক্ত করে নবিত।

এখান থেকে আমরা একটা শিক্ষা পেলোম: নামাযেরে সারবস্তু ও প্রাণ হল অন্তরেরে উপস্থিতি। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ নামাযেরে প্রবেশেরে করার আগে সকল প্রতবিন্দক দূর করার নির্দেশে দিয়েছেন।” [ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন: (১৩/ প্রশ্ন: ৫৮৮)]

শাইখকে এটাও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: “কোন ব্যক্তি যদি পশোব-পায়খানার বগে চপে রাখে, আর আশঙ্কা করে যে টয়লটে সারলে তার জামাত ছুটে যাবে, তাহলে কিসে জামাত পাওয়ার জন্য বগে নিয়ে নামায আদায় করবে? নাকি জামাত ছুটে গেলেও টয়লটে সারবে?”

তিনি উত্তর দেন: সে টয়লটে সরে ওয়ু করবে; যদি এতে তার জামাত ছুটে যায় তবুও। কারণ এটা ওজর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “খাবারেরে উপস্থিতিতে নামায নহে এবং পশোব-পায়খানাকে আটকে রেখে নামায নহে।” [ফাতাওয়াশ-শাইখ ইবনে উছাইমীন: (১৩/ প্রশ্ন: ৫৮৯)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।